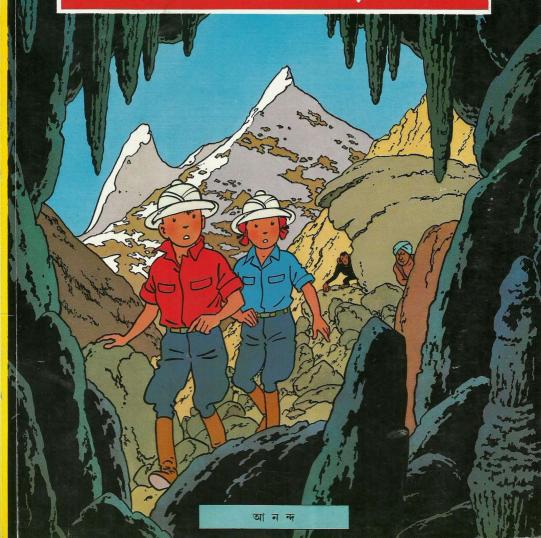


वाथया उपश्रम



হার্জ

জো, জেট ও জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

वाथवा उपश्रम





আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ৯

वाथवा उपग्रम















































































































































































































আমি...দুঃখিত মহারাজ। দরজায় কড়া নাড়ারও

সময় পাইনি । তবে দুঙ্গতীদের শনাক্ত করেছি।

বাদলা, এখনই মোগাদিরকে

ডেকে আনো। ওই বাচ্চা দুটোকে সমূচিত শিক্ষা দেব!

এই রে ! সামনেই

গোপালের মহারাজা!

ঠিক বলেছিস









একজনও দৃষ্ণতী নেই, মিঃ ডিটেকটিভ।

তুমি আমাকে প্রতারণার চেষ্টা করেছ।

আমার নেকলেস পাওয়া গেছে।

তোমাকে চাবকানোর হুকুম দেব।



তবে মহারাজ, পায়ের ছাপ অনুসরণ

থাকে, এখান থেকে দেখতে পাবেন।

দুটো বাচ্চা ও এক বানর ?

করে দুই বাচ্চা ও এক বানরের

কাছে পোঁছে ছিলাম।

ওরা ওই এখানে





ওই যে ওরা ! ঠিক চিনেছি !

হে মা কালী!

ওরাই আমাকে

টপকে গিয়েছিল।

কী সাহস। বরফের

বল ছড়ে মেরেছিল।















































































শেষ কথা...আপনার মাসিক



























































































































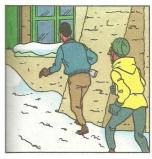


































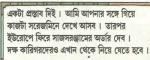
























































প্রধানমন্ত্রী ভালই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন । চমৎকার মানুষ । ওঁর ওপর আমার পুরো আস্থা আছে !





ওই বোকা, মোটা লোকটার হুকুম আবার তামিল করতে হবে...ওঁর খামখেয়ালিপনা বরদাস্ত করতে হবে...পারা যায় না !...ওঁর অনুপস্থিতিতে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছি... এখন কে আমাকে রুখবে ?



নতুন কর চাপানোর ফলে জনগপের অসজোযকে আমি বেশ চালাকি করে উসকে দিয়েছি। ওদের বলেছি, এ-সবই মহারাজের খামখেরাল মেটানোর জন্য...ওরা মহারাজের ওপর থেপে আছে!

















না। এইমাত্র শুনলাম গোখরো উপত্যকায় মহারাজ সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে উটের যাত্রীদের চলার সময় অনেক বাঁচবে। এখন সন্ধীর্ণ গিরিপথে ওরা যায়, অগভীর জলে নদী পেরোয়।



বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা কী
দাঁড়াবে ? এখন উটের যাত্রীরা এলে
আপনি টাকা আদায় করেন ।
বলেন, নিরাপদ যাতায়াতের জন্য
ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রয়োজন ।
তুমি তো জানো, ওই টাকায় উপত্যকার
আত্মাদের জন্য বলি দিতে হয় ।





আমাদের পকেটে !...আমি কী পাই.. জানো ? সেতু তৈরি হলে যাত্রীরা এদিকে আর আসবে না, টাকা দেবে না...কিছু বুঝলেন ?



এতে ওদের আটকাতে পারবেন না। ওরা সেতু দিয়ে চলাফেরা করবে। আপনিও টাকা পাবেন না।



রবিনদা, আরও ভাল উপায় আছে। সেতু তৈরির কাজটাই বন্ধ করে দিন। কীভাবে তা করবেন, আমি ভেবে রেখেছি।



তা হলে আপনার ওপর নির্ভর করতে পারি ?...দেখব, ঠিক সময়ে যাতে আপনি পুরস্কার পান। আপনাকে কী করতে হবে, পরে জানাব।



বোকা বুড়ো, আমার খেলাটা খেলতে থাকো, পরে তোমাকে সরাতে সময় লাগবে না



বিশ্বাসঘাতক, তোকে সাহায্য করব। তবে, শেষ হাসিটা





















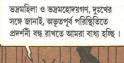






















গোপালের রাজধানী রানকোটে পৌঁছতে উটসমেত যাত্রীরা সার বেঁধে যায় উপত্যকার চওড়া এমন একটা জায়গায়, যেখান থেকে তারা নীচে নেমে পাহাড়ি নদী পেরোতে পারে।







শুনেছি, উটসমেত যাত্রীরা নদী পেরোতে কখনও-কখনও আটদিন অপেক্ষা করে। রোজ সকালে সাধু বলে, "ঈশ্বর রাজি নন।" প্রতিদিনই পর্যটকরা ওকে টাকা দেয় যাতে সে ঈশ্বরকে রাজি করায়। হতভাগ্য যাত্রীরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের কথা না শুনলে তাদের ক্ষতি হবে।





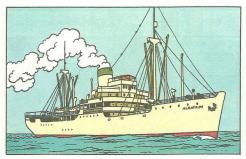
সাজসরঞ্জামের অর্ডার দিয়ে. প্রযুক্তিবিদদের বাছাই করে, মনে হয়, মাসখানেকের মধ্যেই আমরা রওনা হতে পারব। যে জাহাজে সাজসরঞ্জাম যাবে, আমরা তাতেই যাব।













































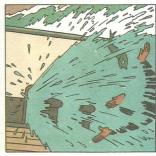




























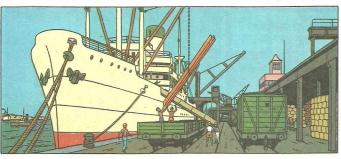






























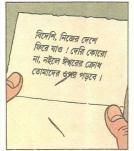


































































ইয়ে...ক্ষমা করবেন সাহেব । কিন্তু আমি, আমরা চাইছি অনুকূল সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে।





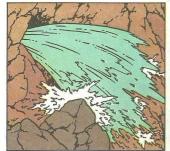
হনুমানের লেজের দোহাই ! ওর মাথায়



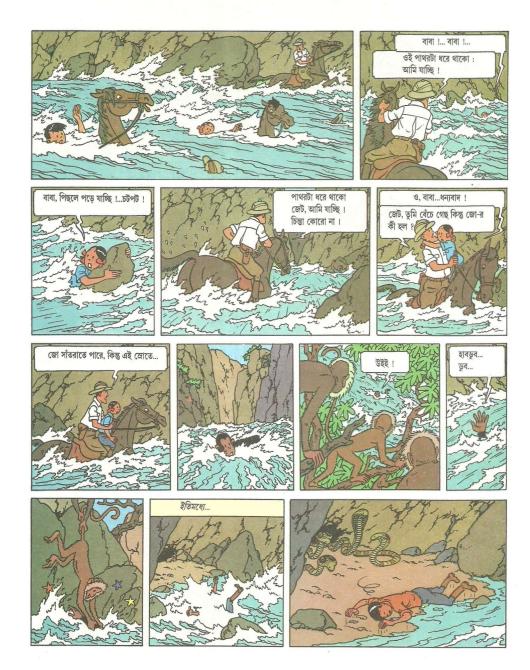


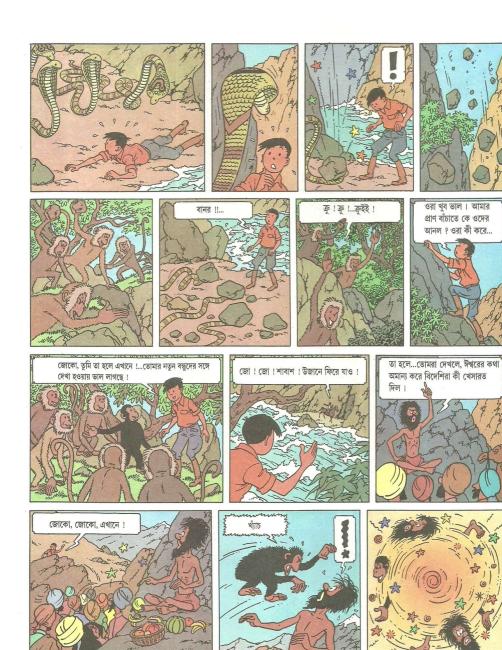


























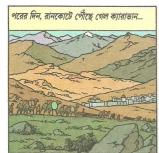


























































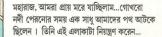














এই ভূঁইফোড়কে চেনো রামাউনি ?

ওর কথা শুনেছি, মহারাজ। তবে এই প্রথম কেউ এরকম ঘটনার কথা জানালেন। যাই হোক, আপনারা তো পেরোতে পেরেছেন ?



नि*ठয়, তবে প্রাণের ঝাঁকি নিয়ে। ঠিক যে-সময় পেরোচ্ছিলাম, সেই সময় পাহাড় থেকে জলের তোড নেমে আসে। আমরা ভেসে যাচ্ছিলাম...



...কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে এখানে পৌঁছতে পেরেছি। এখন আসল কথাটা হল, কাল যখন শ্রমিকরা ওখানে ক্যাম্প ফেলবে, সেই সময় আমি ওখানে গিয়ে এই অন্তত ঘটনাটার শেষ



ঠিক বলেছেন মঁসিয়ে লেগ্র্যা, আমিও সায় দিচ্ছি আপনার কথায় । কিন্তু একটা শর্তে : একা যাবেন না। এমন একজনকে নিয়ে যান, যে ওই জায়গাটা চেনে। গাইড হিসেবে আমি একজনকে দেব, যে আপনার দেখাশোনা করবে...



পরের দিন সকালে...

এই হল আপনার গাইড, ওর কথা আপনাকে বলেছিলাম।





তমি কখনও বাঁধের কথা শুনেছ ? প্রাকৃতিক, বা মান্ধের তৈরি ?





সাবধান সাহেব। বেশ কঠিন। আমি প্রথমে ওদিকে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেব, তারপর আপনি লাফ দেবেন।

















হাা, হায় ! মহারাজ...আমরা লাফ দিয়ে উপত্যকার একটা খাদ পেরোচ্ছিলাম, এমন সময় উনি পা পিছলে পড়ে যান...ওঁকে আর দেখতে পাইনি... উনি মারা গেছেন...





অনুগ্রহ করে শুনুন মহারাজ ! এই লোকটি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী নয়...দোহাই, আর সময় নষ্ট না করে এখনই চলুন, আমার স্বামীর খোঁজ করি । হয়তো উনি শুধু আহতই হয়েছেন...











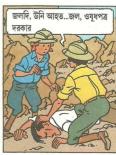
























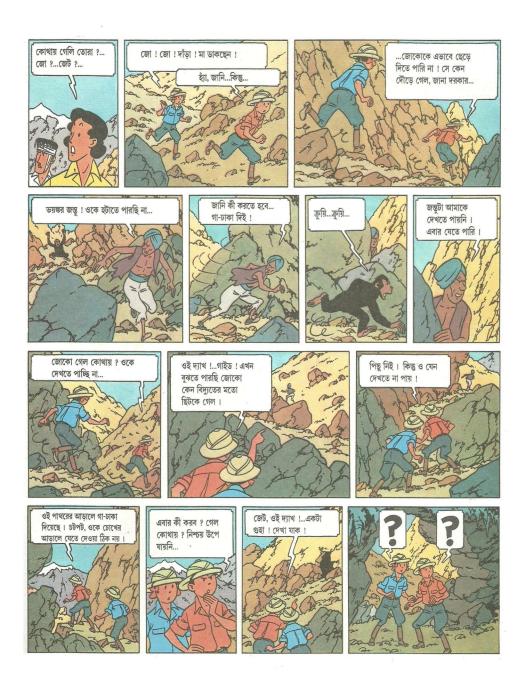


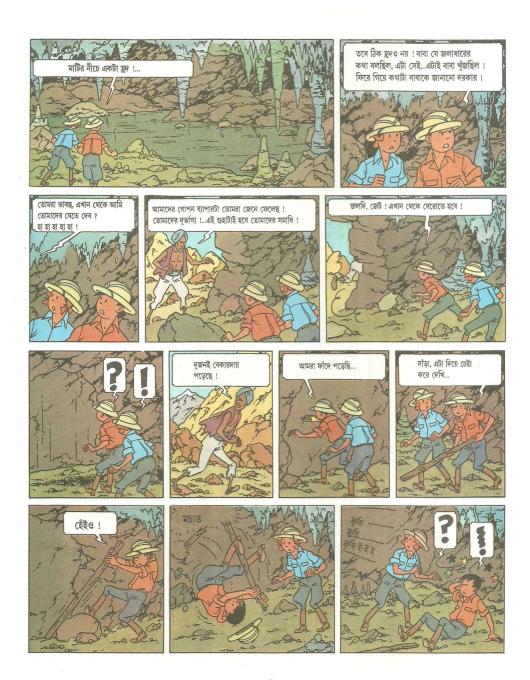


























































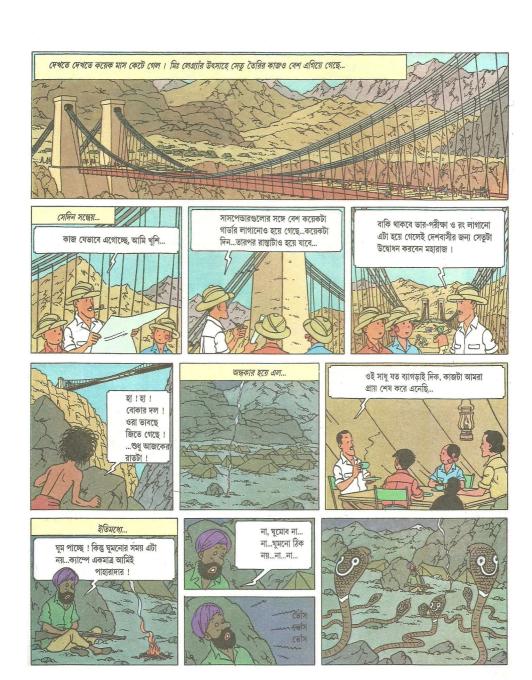




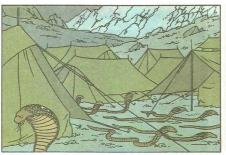


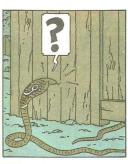












সব ঠিক চলছে... কেউ টের পায়নি... আমার পোযা গোখরোবাহিনী ওদের খতম করবে।











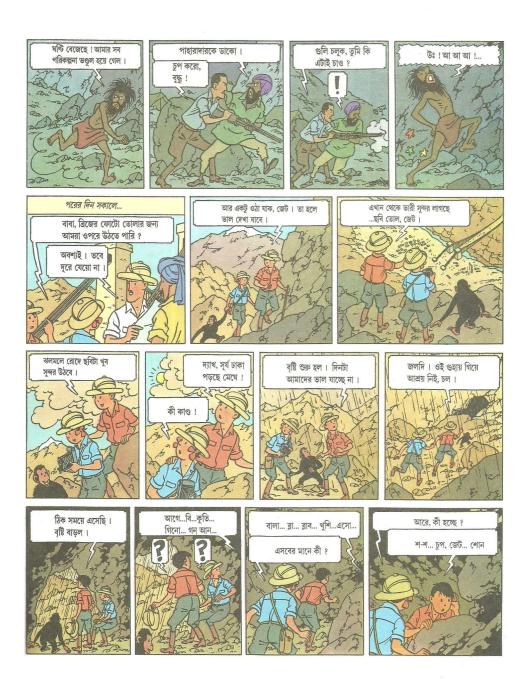






















হাা, সত্যি বাবা । বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই আমরা

























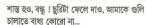






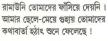














তুমি চলে যাওয়ার পর রামাউনি একা ছিল। ওরা রামাউনিকে তখন বলতে শুনেছে, "বুড়ো পাহাড়ি ভেড়া, এখন আমার খেলাটা খেলতে থাকো, পরে তোমাকে…"





আপনার মহানুভবতার জন্য ধন্যবাদ। হুন্তা এটা ভুলবে না । দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন : আসব।



কিছু পরে

এখন চটপট প্রাসাদে
পৌছতে হবে।







চমৎকার...কিন্তু আপনি কি জানেন, কে এসবের পেছনে ? আপনার প্রধানমন্ত্রী, রামাউনি !











































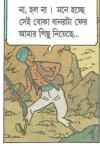




































































হ্যা মাদাম, সেই দিনটিকে ধন্যবাদ দিই, যেদিন আপনার ছেলেমেয়ে আমাকে দ্বিতে হারিয়ে দিয়েছিল। ওপের জন্মই আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়, ভিনি এই সেতৃটি তৈরি করলেন। এই সেতৃটি আমার জনগণের দীর্ঘদিনের অভাব মেটাবে।













